# প্রত্যাখ্যানের আখ্যানমালা

মধুময় পাল

মনে পড়ে ক্রেয়নের কথাগুলো। আন্তিগোনেকে বলছে:

জীবনের উদ্দেশ্য তো সুখ। আর সুখ তো তোমার হাতের মুঠোয়। তুমি রাজপুত্রকে বিবাহ করতে পারো, তোমার সংসার হবে, সন্তান হবে, তোমার স্বামী একদিন সিংহাসনে বসবে। তুমি সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। তোমার জীবনে সার্থকতা আসবে। সে সব ছেড়ে এই আত্মহননের পথে কেন যাচ্ছো?

মনে পড়ে আন্তিগোনের জবাব:

জীবন মানে কি শুধু সুখ? আমি জীবনটাকে ভোগ করতে পারব— ব্যস এই এতটুকু? জীবনের আর কোনো বড়ো অর্থ নেই? এই সুখের লোভে আমাকে তোমার অন্যায় প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে? নিজের ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক, মনুষ্যত্ব— সব বিসর্জন দিয়ে কেবল এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সুখভোগের জন্য?

মনে পড়ে বাম-নামী কিছু নেতার উপদেশ। এক রাতে ঝাড়গ্রামের সোনামুখীতে চড়াও হয়ে ঘরে ঘরে নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছিল যৌথ বাহিনী। নেতারা গ্রামবাসীদের বলেছিল:

ধর্ষণের কথা মোটে বল্‌তি যাবা না। তালি বিপদ আছে। থানায় ধরি নে যাবে। আটকাবে। মামলা দিবে। আরও পাঁচটা পুলিশ ধর্ষণ করতি পারে। শুধু বল্‌বা, পুলিশ কারেও খুঁজতি আসিছিল। শান্তিতে চলি গিছে। কুন-অ অন্যায় করে নাই।

মনে পড়ে সরস্বতী মুর্মুর কথা। সোনামুখীর এক মা। বাম-নামী নেতাদের উপদেশ না মেনে বলেছিল :

একটা পুলিশ, আমার ছেলার বয়সি, আমাকে ধর্ষণ করিছে। গ্রামের সবায় চুপ থাকলিও আমি মিছা বল্‌তি পারব না। থানায় ধরি নে গেলে নে যাও, মুখ বন্ধ করি অন্যায় মাইনব না।

মনে পড়ে এক উপাচার্যের বাণী, যিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বেআদব' ছাত্রী সম্পর্কে উচ্চারণ করেন:

ও তো নিজেরই সবচেয়ে ক্ষতি করল। নিজেকে বিপদে ফেলল। এর পর পড়াশোনা, কাজকর্ম নিয়ে ওকে সমস্যায় পড়তে হবে। মেধাবী ছাত্রীটি মসৃণ ভাবে জীবনে এগিয়ে যেতে পারত। ওর বাবা-মা ব্যাপারটা ভালোভাবে নিতে পারেননি।

মনে পড়ে সেই 'বেআদব' ছাত্রীর কথা। গীতশ্রী, আপনি তো কাউকে অসম্মান করেননি। প্রতিবাদ করেছেন। এক হৃদয়হীন আত্মসম্মানহীন উপাচার্যের উপস্থিতিতে পদক-শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করেছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিজ্ঞাপনের মতো কপট চালিয়াত সময়ে, চাবপাশে সাইকোফ্যান্টদের ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মুখের ভিড়ে আপনার প্রত্যাখানের এই আখ্যানটির বড়ো দরকার ছিল। শুধু আপনি নন, গর্বের সঙ্গে বলতে হয়, মিডিয়া তাঁদের কথা বলেনি, সে দিন যাদবপুরের সমাবর্তনে অত্যন্ত মেধাবী একশোরও বেশি পড়ুয়া সে দিন পদক ও শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করেছেন। রচিত হয়েছে প্রত্যাখ্যানের আখ্যানমালা।